দৈনিক ইনকিলাব

69

আমাদের শিক্ষা খাতে বন্যার চেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে গেছে

সেমিনারে বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ "বাংলাদেশের শিক্ষায় বৈষম্য, দুর্নীতি ও অস্থিরতা ঃ একুশ শতকের প্রস্তুতির আলোকে" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, অতীত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, ৩০ লাখ শহীদ এসব বলে আমরা আর গর্বিত হতে পারছি না। আমাদের শিক্ষা খাতে বন্যার চেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে গেছে। গর্বিত একটি জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই দ্রুতলয়ে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি করতেই হবে। তারা বলেন, এ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পুরো জাতিকেই ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে গতকাল (শনিবার) বিকেলে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে ডঃ আতিউর রহমান, ডঃ

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেঃ

শিক্ষা খাতে বন্যার চেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে গেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাহমুদুল আলম ও ডঃ আনু মুহাম্মদ তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া সেমিনারে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও ডঃ খলিকুজ্জমান আহমেদ।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমরা অতীত ইতিহাস বলে, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের কথা বলে আর গর্বিত হতে পারছি না। সারাদেশ আজ সন্ত্রাসের দেশে পরিণত হয়েছে, দেশ আজ ঐক্যবদ্ধ নয়, দলীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মান খুবই নিম্নমানের। ফলে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে অনেককে এমএ পর্যন্ত পড়তে হয়। দেখা গেছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হয় তাদের এক-তৃতীয়াংশেই বাংলা বা ইংরেজীতে সত্যিকার অর্থে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তিনি বলেন, আমাদের উচ্চ শিক্ষার মান যে খারাপ তার বীজ ২০/৩০ বছর আগেই বপন হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার যে মান তা উন্নত না করলে এর প্রতিফলন এজন্ম থেকে ওপ্রজন্মে পড়বে। আজ শিক্ষার মান উন্নত করলে তার ফল পেতে একটি প্রজন্ম পার হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার মান আর মায়ের স্বাস্থ্য সমান কথা। প্রফেসর মাহমুদ বলেন, স্কুল পর্যায়ে ন্যূনতম শিক্ষার মান নিশ্চিত না করে ব্যয়বহুল যে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিতান্তই অর্থের অপচয়।

ডঃ আতিউর রহমান তার প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বোতভাবে এখনও সার্বজনীন, গণমুখী বৈষম্যহীন হতে পারেনি। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সমাজে ইংরেজী মাধ্যম ও একই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলিত আছে। শিক্ষার গুণগতমান, বিদ্যালয় ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের উপকরণাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ তিন মাধ্যমের ব্যাপক বৈষম্য লক্ষণীয়। তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষায় দুর্নীতি সহিংসতা অস্থিরতার বিভিন্ন তথ্য উত্থাপন করে বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ মূল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দুর্নীতির নায়করা হলেন শিক্ষক, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি নিজেদের পদোন্নতি, উচ্চপদে মনোনয়ন লাভের আশায় দলীয় নেতৃবৃন্দ বা প্রভাবশালী ছাত্রনেতার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন, কথায় কথায় একপেশে বিবৃতি দেন এবং মেধার অবমূল্যায়ন করতে দ্বিধা না করেন, তবে সে শিক্ষকের পক্ষে সকল ছাত্রছাত্রীর ওপর নৈতিক নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করা কঠিন। ফলে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা কমিয়ে আনার ডাক দেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক মহাদুর্যোগ ঘটে গেছে। বন্যার দুর্যোগের চেয়েও এটা ভয়াবহ। গর্বিত একটি জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই দ্রুতলয়ে শিক্ষার সংখ্যা ও গুণগতমানের উন্নতি করতে হবে। এজন্য এ দুর্যোগ মোকাবিলায় পুরো জাতিকে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে হবে।